

## দা'যীর কিছু গুণাবলী

### বিশুদ্ধ নিয়ত

একজন দা'যীর মধ্যে সর্বপ্রথম যেই গুণটি থাকার প্রয়োজন সেটা হলো বিশুদ্ধ নিয়ত। দা'যী যা কিছু করবে সব কিছু শুধু আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করার লক্ষে করবে। দা'যী পদে পদে তার নিয়তকে শুদ্ধ করবে। দা'যী মনে মনে এই খেয়াল করবে আল্লাহ তাআলা আমার কথা শুনছেন। আমাকে দেখছেন, তাই আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করছি। ওয়ু ভেঙ্গে গেলে যেভাবে ওজু করতে হয়, ঠিক নিয়ত ভেঙে গেলে আবার নিয়তকে শুদ্ধ করে নিতে হয়। তাই আমাদের নিয়তের ব্যাপারে খুব সতর্ক হতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে আমার নিয়ত ঠিক আছে কি না। কারণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

প্রত্যেক আমলের ভিত্তি হলো নিয়ত।

### এখলাস

এখলাস সম্পর্কে কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও হাদিস রয়েছে। এখানে প্রথমে আয়াতগুলো উল্লেখ করা হলো।

আয়াত:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ .

তাদেরকে এছাড়া কোনো নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর এবাদত করবে, নামাজ কায়েম করবে এবং জাকাত দেবে। এটাই সঠিক ধর্ম।

### দয়া

দা'যীর একটি অন্যতম গুণ হলো দয়া। মানুষের প্রতি দয়া, মায়া-মমতা ও ভালোবাসা থাকতে হবে। যখন কারো ভিতর দয়া থাকবে, আর তার সামনে যদি কেউ বিপদে পড়ে, তাহলে সে বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করবে। অমুসলিমরা চিরস্থায়ী জাহান্নামের আগুনে ঝাঁপ দিচ্ছে সেই আগুন থেকে বাচানোর জন্য প্রয়োজন দয়া। যেই দয়া ছিল আমাদের প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের।

দলিল:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ -

আমি আপনাকে সমগ্র বিশ^বাসীর জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ^বাসীর প্রতি রহমত ও দয়াবান ছিলেন। বলা হয়নি তিনি মুসলমানদের জন্য রহমতস্বরূপ বা দয়াবান ছিলেন। বরং বলা হয়েছে বিশ্বাবাসীর জন্য রহমতস্বরূপ, বিশ^র সকল মানুষের প্রতি দয়াবান হয়ে তাদেরকে আগুন থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছেন। তাঁর আনুগত্যশীল হিসেবে আমাদেরও মানুষের প্রতি দরদি হওয়া উচিত। লক্ষণীয় বিষয় হলো এই বিশ্বে যত অমুসলিম বসবাস করে, তারাও মানুষ। এই মানুষগুলো ঈমানহীন মারা গেলে চিরকাল জাহান্নামে জ্বলবে তাদের প্রতি দয়াবান হয়ে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে। জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে রহমত ও দয়া দান করুন। আমিন।

### দা'যীর পথ চলা

দা'যী পরিপূর্ণভাবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করবে। এমনকি তার পথ চলার ক্ষেত্রেও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করবে। দা'যী চলার সময় শক্তি সহকারে পা তুলবে এবং সামনের দিকে ঝুঁকে চলবে। পা মাটির উপর সজোরে রাখবে না। কোমলভাবে রাখবে। এভাবে চললে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ হবে। আল্লাহ তাআলা খুশি হবেন। দা'যীও সফল হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের নবীজির পূর্ণ অনুসরণ করার তাওফিক দান করুন।

দলিল:

হিন্দ ইবনে আবি হালা রা. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পথ চলা সম্পর্কে বলেন-

وَيَمْشِي هَوْنًا، ذَرِيعَ الْمِشْيَةِ إِذَا مَشَى كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ،

তিনি যখন পথ চলতেন তখন শক্তি সহকারে পা তুলতেন এবং সামনের দিকে ঝুঁকে চলতেন।

পায়ের পদক্ষেপ মাটির ওপর সজোরে না পড়ে, আস্তে আস্তে পড়তো। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নবীজির অনুসারী ও তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে এভাবে চলার তাওফিক দান করুন। আমিন। (তাঁর চলার গতি ছিল দ্রুত এবং পদক্ষেপ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হতো। ছোট ছোট কদমে চলতেন না।

চলার সময় মনে হতো তিনি উচু ভূমি থেকে নিচু ভূমিতে অবতরণ করছেন।)

### দা'যীর মুখ ফেরানো

কারো সাথে কথা বলার জন্য মুখ ফেরাতে হয়। এমন সময় দা'যী শুধু মুখ ফেরাবে না বরং সমস্ত শরীর তার দিকে ঘোরাবে। মাদ'উ যেন বুঝে দা'যী আমার সাথে মনোযোগ দিয়ে কথা বলছে। যেমনটি করতেন আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

দলিল:

হজরত হিন্দ ইবনে আবি হালা রা. নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ ফেরানো সম্পর্কে বলেন-

وَإِذَا التَّفَتِ التَّفَتِ جَمِيعًا خَافِضَ الطَّرْفِ،

তিনি যখন কোনো দিকে মুখ ফেরাতেন তখন সম্পূর্ণ শরীরসহ ঘোরাতেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নবীজির পূর্ণ অনুসারী হয়ে আমল করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

## দা'যীর দৃষ্টি

দা'যীর দৃষ্টি থাকবে নত। দা'যী চলবে নিচের দিকে দৃষ্টি রেখে। দৃষ্টির হেফাজত করা দা'যীর জন্য খুবই জরুরি। দৃষ্টি দু প্রকার: সু-দৃষ্টি ও কু-দৃষ্টি (কুরআন-সুন্নাহ বর্ণিত নিষিদ্ধ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত)। কু-দৃষ্টি খুবই খারাপ, কবির গুনাহ। এই পাপ থেকে বদ আমলের সৃষ্টি। যার প্রভাব পড়ে অন্তরে। তখন অন্তরের ভাষায় কথা বলা যায় না। কু-দৃষ্টির দ্বারা অন্তরে তালা লেগে যায়। দাওয়াতের জন্য সবচেয়ে জরুরি হলো, অন্তরের ভাষায় কথা বলা। অন্তর দিয়ে অপর অন্তরকে ধাক্কা দিলে সেই অন্তরে আঘাত লাগে। সেই আঘাতই হেদায়াতের মাধ্যম হয়ে যায়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিচের দিকে দৃষ্টি রাখতেন। আর আকাশ অপেক্ষায় মাটির প্রতিই তাঁর দৃষ্টি থাকতো বেশি। সাধারণত তিনি চোখের এক পলক দিয়ে তাকাতেন। লজ্জার কারণে কারও প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি দিতে পারতেন না। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এর ওপর আমল করার তাওফিক দান করুন।

দলিল:

হিন্দ ইবনে আবি হালা রা. নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দৃষ্টি সম্পর্কে বলেন-

نَظْرُهُ إِلَى الْأَرْضِ أَطْوَلُ مِنْ نَظْرِهِ إِلَى السَّمَاءِ،

অর্থ: তাঁর দৃষ্টি নত থাকতো। আকাশের অপেক্ষা মাটির দিকে অধিক নিবদ্ধ থাকতো। সাধারণত তিনি চোখের এক পাশর<sup>৮</sup> দিয়ে তাকাতেন। অর্থাৎ লজ্জা ও শরমের দরুণ কারও প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি খুলে তাকাতেন না।

আল্লাহ তাআলা বলেন -

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ

আপনি মুমিনদের বলে দিন তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে। তাদের গুপ্ত অঙ্গকে হেফাজত করে, এটা তাদের জন্য অধিক শুদ্ধি।

## সালাম দেওয়া

কারো সাথে দা'যীর সাক্ষাৎ হলে দা'যী প্রথমে সালাম দেবে। আমরা সালাম নেওয়ার আশায় থাকি। আগে আগে সালাম দিই না। কিন্তু আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কারো সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি প্রথমে সালাম দিতেন। দা'যীদের জন্য জরুরি তারা যেন আগে আগে সালাম দেয়। আগে সালাম দেয়ার দ্বারা দুশমনের দুশমনিও দূর হয়ে যায়। পরস্পর ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। দুরত্ব কমে যায়।

দলিল

হযরত হিন্দ ইবনে আবি হালা রা. নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সালাম দেওয়া সম্পর্কে বলেন-

..يَبْدُرُ مَنْ لَقِيَ..

তখন পরস্পর মুহাব্বত ও সম্প্রীতি সৃষ্টি হবে।

### সর্বদা পরকালের চিন্তা

দা'য়ী সর্বদা পরকাল নিয়ে ভাববে। আখেরাত নিয়ে চিন্তা করবে। আমাদের প্রিয়নবীর একটি সিফাত বা গুণ ছিল, তিনি সর্বদা পরকাল নিয়ে ভাবতেন। সেই নবীর উম্মত হয়ে কয়দিন, কয়বার, কত ঘন্টা, কত মিনিট আমরা আখেরাতের কথা ভাবি? সর্বনিম্ন প্রতিদিনের কথা যদি হিসাব করি, তাহলে দেখা যাবে দিনে কয়েক মিনিটও এমন হয়নি যে আমরা পরকালের কথা ভেবেছি। হিসাব করলে দেখা যাবে রেজাল্ট জিরো। আজ আমরা পরকাল নিয়ে কি ভাবি? কতটুকু সময় নিয়ে তা চিন্তা করি। বরং আখেরাত নিয়ে ভাবা নবীজির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এর সুন্নাত।

দলিল:

হজরত হিন্দ ইবনে আবি হালা রা. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন-

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَاصِلَ الْأَحْزَانِ،

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা পরকাল নিয়ে চিন্তিত থাকতেন। তাই আমাদের উচিত সর্বদা পরকাল নিয়ে বেশি বেশি চিন্তা ভাবনা করা। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাওফিক দান করুন।

আমি একবার আমার শায়খ হযরত মাওলানা কালিম সিদ্দিকী দা.বা. কে জিজ্ঞাসা করলাম। হজরত! উম্মতের দরদ কীভাবে তৈরি হবে? তিনি বললেন, পরকালের কথা বেশি বেশি ভাবা ও সিরাতের গ্রন্থ বেশি বেশি মুতআলা করা। যখন মানুষ জান্নাত জাহান্নাম কবর হাশর নিয়ে চিন্তা ভাবনা করবে, তখন অমুসলিমরা চিরস্থায়ী জাহান্নামে জ'লবে এই ফিকির আসবে। আর সেই ফিকির থেকে মানুষকে বাঁচাবার জন্য ঝাপিয়ে পরার মানসিকতা তৈরী হবে। আসুন আমরা আখেরাতের চিন্তা করি এবং অমুসলিমদের চিরস্থায়ী জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করি।

### দা'য়ী সর্বদা উম্মতের ফিকির করবে

দা'য়ী সর্বদা উম্মতের ফিকির করবে। উম্মতের দরদ আল্লাহ পাকের কাছে খুবই প্রিয়। আমাদের প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি বড় সিফাত ছিল دَائِمُ الْفِكْرَةِ ‘উম্মতের ফিকির’। তিনি সর্বদা উম্মতকে নিয়ে ভাবতেন। উম্মতের ফিকিরে তিনি থাকতেন অস্থির ও ব্যাকুল।

দলিল:

হিন্দ ইবনে আবি হালা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা বার্তার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন- -

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، دائم الفكرة  
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা উদ্বেগের ফিকির করতেন।

### আরাম প্রিয় না হওয়া

দা'যীর একটি গুণ হলো আরামপ্রিয় হবে না। আরামপ্রিয় হলে দাওয়াতি কাজ খুবই মুশকিল হয়ে যাবে। আমাদের আদর্শ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো বিলাসিতা পছন্দ করতেন না। তাঁর কাছে লোকদের জন্যও পছন্দ করতেন না। একবার ফাতেমাতুয্যাহরা রা. হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, আব্বা! আমার আটা পিষতে ও পানি ওঠাতে কষ্ট হয়। দয়া করে আমাকে যদি একজন সেবিকা হাদিয়া দিতেন তাহলে খুব ভালো হতো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি প্রত্যেক নামাজের পর ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার বলবে।

এই ছিল আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের আরামপ্রিয়তা। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইচ্ছা করলে নিজ কন্যাকে একজন সেবিকা দিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তা করেননি। নিজের জন্য ও আরাম পছন্দ করতেন না। নিজ পরিবারের জন্যও আরাম পছন্দ করতেন না।

দা'যী ভাইদের প্রতি আমার অনুরোধ, আসুন! আমরা প্রতিজ্ঞা করি, আজ থেকে আরামকে ত্যাগ করবো। কাজকে প্রাধান্য দেবো। আল্লাহকে খুশি করবো। পরকালের আরামের প্রত্যাশা করবো। শুধু একটু আরামের জন্য তাহাজ্জুদ ছুটে যায়। জামাত ছুটে যায়। আরামকে ত্যাগ করে তাহাজ্জুদ ও জামাতের পাবন্দি করার চেষ্টা করবো। আরামকে ত্যাগ করে বেশি বেশি তরজমাসহ কুরআন তেলাওয়াত করব আল্লাহ আমাদেরকে তাওফিক দান করুন।

### একটি নসিহত

দা'যী ভাইদের প্রতি আমার একটি আবেদন-উপদেশ বা নসিহত যে যেভাবেই নেন না কেন, সেটি হলো অল্প একটু অস্থায়ী আরাম আয়েশের জন্য, আরামের জন্য গুনাহ করবো না। কারণ আরাম শেষ হয়ে যাবে। গুনাহের মজাও শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু গুনাহ সাথে থেকেই যাবে। এই গুনাহ আমার সাথে কবরে থাকবে, হাশরে থাকবে, বিচার দিনে থাকবে, শেষে আমাকে জাহান্নামে নিয়ে রেখে আসবে। অল্প একটু কষ্টের জন্য সাওয়াবের কাজ ছেড়ে দিবনা। কারণ কষ্ট শেষ হয়ে যাবে। সওয়াব

তোমার সাথে থাকবে, কবরে থাকবে, হাশরে থাকবে, বিচারের সময় থাকবে, শেষ পর্যন্ত তোমাকে জান্নাতে রেখে আসবে। আল্লাহ আমাদেরকে এই উপদেশের ওপর আমল করার তাওফিক দান করুন।

দলিল:

হজরত হিন্দ ইবনে আবি হালা রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিফাত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন-

لَيْسَتْ لَهُ رَاحَةٌ

‘তার কোন আরাম ছিলোনা।

### বিনা প্রয়োজনে কথা না বলা

দা‘যী অপ্রয়োজনীয় কোনো কথা বলবে না। আমরা যদি নিজেদের কথাবার্তার হিসাব করি, তাহলে দেখা যাবে আমাদের অধিকাংশ কথা অপ্রয়োজনীয়। আমাদের বিভিন্ন মজলিসগুলো শুরু হয় গিবত আর অহেতুক কথা দিয়ে। আমাদের প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিনা প্রয়োজনে কোনো কথা বলতেন না। তাই দা‘যীদের জবানকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। দা‘যী কথা বলবে খুব হিসাব করে। যদি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহের অনুসরণ করতে চাই। তাহলে বিনা প্রয়োজনে কোনো কথা বলা উচিত হবে না। আমাদের অবস্থা হলো এই, ওয়াজ মাহফিলগুলোতে আলোচকের অধিকাংশ কথা হাসি ঠাট্টা ও বিনোদনের মধ্যেই চলে যায়। দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে খেয়াল করতে হবে আমি যে কথা বলছি তা কতটুকু প্রয়োজনীয় আর কতটুকু অপ্রয়োজনীয়। অনেক সময় বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা দিই, সেখানেও খেয়াল রাখতে হবে। ছাত্রদের পড়ানোর সময় অনেক কথা বলি যা অপ্রয়োজনীয়। তাই সকল কাজে খেয়াল রাখতে হবে আমার কথা যেন অপ্রয়োজনীয় না হয়। মূল কথা আমার সব বিষয়ে খুব খেয়াল রাখতে হবে, অপ্রয়োজনীয় কথা যেন আমার মুখ থেকে বের না হয়। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বিনা প্রয়োজনে কথা বলা থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক দান করুন।

দলিল:

হজরত হিন্দ ইবনে আবি হালা রা. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন-

لَا يَتَكَلَّمُ فِي غَيْرِ حَاجَةٍ،

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রয়োজন ছাড়া কোনো কথা বলতেন না।

### অধিকাংশ সময় চুপ থাকা

দা‘যীর একটি অন্যতম গুণ হলো, দা‘যী অধিকাংশ সময় চুপ থাকবে। কারণ আমাদের প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় চুপ থাকতেন। চুপ থাকলে মুখুজ্জি পাওয়া যায়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে চুপ থাকলো সে নাজাত পেল। মানুষ যখন চুপ থাকে তখন তার কোনো জিনিস ভাবতে ও চিন্তা করতে সুবিধা হয়। দিলে দিলে জিকির করাও সম্ভব হয়। চুপ থাকা ভদ্রতার আলামত। যে বেশি কথা বলে তাকে বাচাল বলে। বাচাল প্রকৃতির মানুষকে লোকেরা পছন্দ করে না। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে অধিকাংশ সময় চুপ থাকার তাওফিক দান করুন। জবানের হেফাজত করার তাওফিক দান করুন।

দলিল:

হজরত হিন্দ ইবনে আবি হালা রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথাবার্তা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন-

طَوِيلَ السَّكُتِ ،

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় চুপ থাকতেন।

অন্য এক হাদিসে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

من صمت نجا

যে ব্যক্তি চুপ রইল সে নাজাত পেল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় চুপ থাকতেন।

### সারগর্ভ ভাষায় কথা বলা

দা'য়ী সারগর্ভ ভাষায় কথা বলবে। কথার মধ্যে শব্দ থাকবে কম। অর্থ থাকবে বেশি। কথা বলার সময় অনেকে এমন কথা বলি যা অর্থহীন ও শ্রুতিকটু হয়। অথচ অর্থ অপূর্ণই থেকে যায়।

দা'য়ীদের গুছিয়ে কথা বলতে হবে। কথা অল্প কিন্তু তার ভাব থাকবে অনেক। মোট কথা, ভাবপূর্ণ কথা বলতে হবে। সারগর্ভ কথায় শ্রোতা মুগ্ধ হয়। অল্প সময়ে অনেক কথা মানুষের কাছে পৌঁছানো সম্ভব হয়। এর প্রভাব পড়ে মানুষের হৃদয়ে। আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথা বলতেন সারগর্ভ ভাষায়। তিনি আদ্যপান্ত মুখ ভরে কথা বলতেন। জিহ্বা কোণা দিয়ে চাপা ভাষায় কথা বলতেন না। এমন হতো না যে, অর্ধেক কথা মুখে থাকবে, আর অর্ধেক বাহিরে উচ্চারিত হবে। যেমন আজ-কাল অহংকারীরা বলে থাকে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে অহংকারী হওয়া থেকে হেফাজত করুন। আমিন। আমাদেরকে নবীজির পূর্ণ অনুসরণ করার তাওফিক দান করুন।

### দলিল

হজরত হিন্দ ইবনে আবি হালা রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা বলার ধরণ আলোচনা করতে গিয়ে বলেন-

يتكلم بجوامع الكلم

‘তিনি সারগর্ভ ভাষায় কথা বলতেন’। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই গুণে গুণান্বিত করুন।

## দা'যীর কথা হবে স্পষ্ট

দা'যী কথা বলার সময় খেয়াল করবে তার কথার মধ্যে যেন কোনো ধরনের জড়তা না থাকে। দা'যীর কথা একটি অপরটি থেকে পৃথক থাকবে। কথাগুলো ঝরঝরা ও স্পষ্ট। শ্রোতাদের বুঝতে যেন কোনো কষ্ট না হয়। দাওয়াত দিতে গিয়ে বা আলোচনা করতে গিয়ে অনেক সময় আমাদের কথা খুব দ্রুত হয়ে যায়। যা শ্রোতাকটু। এ ধরনের দুর্বলতা নিজের কাছে ধরা পড়ে না। তাই কোনো সুহৃদ বন্ধুকে বলে রাখা, সে যেন আমাদের সমস্যাগুলি ধরিয়ে দেয়। অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত কথা না বলা। আবার প্রয়োজন অনুযায়ী এতো কমও কথা না বলা যে, পরিষ্কার ভাবে উদ্দেশ্যই বোঝা না যায়। আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা একটি অপরটি হতে পৃথক হতো। অপ্রয়োজনে অতিরিক্ত কথা বলতেন না। আবার প্রয়োজন অপেক্ষা এরূপ কমও না যে, উদ্দেশ্যই পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায় না। তাই আমাদের উচিত অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত কথা পরিত্যাগ করা।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে অতিরিক্ত কথা বলা থেকে হেফাজত করুন। আমিন।

দলিল:

হযরত হিন্দ ইবনে আবি হালা রা. বলেন-

নবীজির কথা একটি অপরটি হতে পৃথক হতো

فصل لا فضول ولا تقصير

অপ্রয়োজনে অতিরিক্ত কথা বলা থেকে, আবার প্রয়োজন অপেক্ষা এতো কমও না যে, উদ্দেশ্যই পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায় না।

## নরম মেজাজি হওয়া

দা'যীর বড় একটি গুণ হলো দা'যীর মেজাজ হবে নরম। দা'যীর মেজাজ গরম হবে না। অনেক সময় মাদ'উ বা শ্রোতা এমন কথা বলবে যা শুনে মেজাজ চরা হওয়ার উপক্রম হয়ে যাবে। এমন সময় মেজাজকে ঠান্ডা রাখতে হবে। গরম করা যাবে না। আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল মেজাজকে নরম রাখা। তিনি নরম মেজাজি ছিলেন। তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমাদের উচিত নরম মেজাজি হওয়া।

এই মেজাজ থাকলে অনেক সময় বহু ফেৎনা থেকে বেঁচে যাওয়া যায়। আল্লাহ তাআলা আমাদের নবীজির এই সুন্নাহের ওপর আমল করার তাওফিক দান করুন, আমিন।

দলিল:

হজরত হিন্দ ইবনে আবি হালা রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণাগুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন-



كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دمث  
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন নরম মেজাজি।

নরম মেজাজি উত্তম একটি গুণ। এই গুণের মানুষকে লোকেরা অনেক পছন্দ করেন। আল্লাহ তাআলাও পছন্দ করেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নরম মেজাজি হওয়ার তাওফিক দান করুন, আমিন।

## নম্রতা

দাওয়াতী কাজের শুরুলগ্ন থেকে আশ্বিয়া আ. যেসব আদর্শ, পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তা হলো নম্রতা, মুহাব্বাত, ভালোবাসা। এ পদ্ধতি অবলম্বন করার কারণে তারা মাদ'উর অন্তর উজার করে দিয়েছে। নম্রতার কারণে দাওয়াত কবুল করে।

## কঠোর মেজাজি না হওয়া

দা'য়ী কখনো কঠিন মেজাজি হতে পারবে না। কঠোরতা বর্জন করা দা'য়ীর জন্য খুবই জরুরি। কঠোরতার কারণে অনেক সময় নিজের কাছের সহকর্মীকে, কাজের লোককে হারাতে হয়। কঠোরতার কারণে বন্ধুত্ব নষ্ট হয়। অনেকে আবার কঠোর মেজাজি হওয়ার কারণে তার ইলম থেকে মানুষ উপকৃত হতে পারে না। দা'য়ী তখনই সফল হবে, যখন সে কঠোরতাকে পরিহার করবে। কঠোরতা দাওয়াতের কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। অতএব দা'য়ীর জন্য খুব জরুরি নিজ থেকে কঠোরতা পরিহার করা। আল্লাহ আমাদেরকে কঠোরতা পরিহার করার তাওফিক দান করুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন [يَسِّرُوا وَلَا تُعْسِرُوا] তোমরা সহজ করো কঠিন করো না।

দলিল:

হজরত হিন্দ ইবনে আবি হালা রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাবার্তা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন-

ليس بالجافي

তিনি কঠোর মেজাজি ছিলেন না।

অন্য হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-[يَسِّرُوا وَلَا تُعْسِرُوا]

সহজ করো কঠিন করো না। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আমল করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

## কাউকে হেয় না করা

দা'য়ী কাউকে হেয় করবে না। কথা বলার সময় কাউকে হেয় করে কথা বলবে না। দাওয়াত দেওয়ার সময় মাদ'উকে ও তার ধর্মকে হেয় করে কোনো কথা বলবে না। মানুষকে হেয় করার দ্বারা তার থেকে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। আল্লাহ নারাজ হন। নবীজির সুন্নাতে খেলাফ। অনেক সময় দেখা যায় কারো সাথে কথা বলছি বা হাসিঠাট্টা করছি সেখানে একে অপরকে হেয় করার চেষ্টা করছি। এটা একেবারেই ঠিক নয়। অনেক সময় দেখা যায় আঞ্চলিকভাবে একেক অঞ্চলের লোককে হেয় করে কথা বলি। এটা মোটেই ঠিক নয়। আমাদের প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে হেয় করে কথা বলতেন না। একজন দা'য়ীর জন্য তিনি হলেন আদর্শ। সে আদর্শ মানতে গিয়েও আমাদের উচিত আমরা যেন কাউকে হেয় না করি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কবুল করুন। এই রোগ থেকে আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখুন।

দলিল:

হজরত হিন্দ ইবনে আবি হালা রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, ولا المهين তিনি কাউকে হেয় করতেন না। আল্লাহ আমাদেরকে হেয় করার থেকে বিরত রাখুন।

## আল্লাহর নেয়ামতকে বড় মনে করা

আল্লাহর নেয়ামত যত সামান্যই হোক না কেন সেটাকে বড় মনে করা। আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বড় একটি গুণ ছিল তিনি আল্লাহর নেয়ামতকে বড় মনে করতেন। তা যত সামান্যই হোক না কেন, নেয়ামতকে তুচ্ছ মনে করতেন না। মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করতেন না। নিন্দা না করার কারণতো পরিস্কার, যেহেতু আল্লাহর নেয়ামত। অতিরিক্ত প্রশংসা না করার কারণ হলো, এতে লোভ হচ্ছে বলে সন্দেহ হতে পারে। আমাদের অবস্থা হলো অনেক সময় বড় বড় নেয়ামতগুলোকে অস্বীকার করে বসি। কোনো বিপদে পরার সময় নেয়ামতকে ভুলে যায়। আল্লাহ পাকের নেয়ামত ছাড়া এক মুহূর্তও চলা সম্ভব নয়। একটু চিন্তা করুন আমরা খাবার খাই। খাওয়ার সাথে সাথে গলার ভেতরে একধরনের লক লেগে যায়। ফলে মানুষ যদি মাথা নিচের দিকে দেয় তাহলে খাবার বের হয়ে আসে না। নিঃশ্বাস একবার ভেতর থেকে যদি ফিরে না আসে তাহলে মানুষ মারা যায়। আমরা কি একটি বার ভেবেছি? আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কত নেয়ামত দিয়ে ভরপুর করে রেখেছেন। আমাদেরকে সাজিয়ে রেখেছেন নেয়ামত দিয়ে। সেই অনুপাতে আমরা কতটুকু নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করি। নেয়ামত যেমনই হোক না কেন? নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করলে আল্লাহ তাআলা নেয়ামতকে বাড়িয়ে দেন। কেউ যদি আল্লাহর নেয়ামতকে অস্বীকার করে আল্লাহ তার জন্য কঠিন শাস্তির হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

## একটি ঘটনা

হজরত মুসা আ. একবার আল্লাহর সাথে দেখা করতে গেলেন। পথে এক নাফরমান ব্যক্তির সাথে দেখা। সে মুসা আ.কে বলল, হে মুসা আ.! আল্লাহকে জিজ্ঞাসা করবেন আমার নাফরমানির জন্য আল্লাহ আমাকে কী শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন। মুসা আ. সামনে চলতে থাকলেন কিছু দূর গিয়ে একজন বুয়ুর্গ- আল্লাহ ওয়ালার সাথে দেখা হলো, তিনি বহুদিন থেকে আল্লাহর এবাদাতে লিপ্ত। তিনি মুসা আ. কে বললেন হে মুসা আ.! আপনি তো আল্লাহর সাথে দেখা করতে যাচ্ছেন, আল্লাহকে জিজ্ঞাসা করবেন আমার এতো বছর এবাদাতের বিনিময়ে তিনি আমাকে কী দান করবেন? হজরত মুসা আ. আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করে ফেরার পথে প্রথমে দেখা হলো সেই বুজুর্গের সাথে। বুজুর্গকে মুসা আ. বললেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন আপনার আমলের বিনিময়ে তিনি আপনাকে একটি জান্নাত দেবেন। বুজুর্গ মন খারাপ করে ফেললেন। বললেন এতদিনের এবাদাতের বিনিময়ে মাত্র একটি জান্নাত? লোকটি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন না। মুসা আ. সামনে চলতে লাগলেন। দেখা হলো সেই পাপী লোকটির সাথে। লোকটি মুসা আ. কে দেখে বললো, হে মুসা আ.! কী খবর? আল্লাহ কি আমার ব্যাপারে কিছু বলেছেন? মুসা আ. বললেন, আল্লাহ বলেছেন তোমার নাফরমানির কারণে তোমার জন্য জাহান্নাম ঠিক করে রেখেছেন। লোকটি উত্তর শুনে খুব খুশী হয়ে গেলো। আর আল্লাহ পাকের খুব শুকর আদায় করতে লাগলো। মুসা আ. জিজ্ঞাস করলেন, কী ব্যাপার? তোমার তো কান্না করা উচিত, তুমি আনন্দিত কেন? লোকটি উত্তর দিলো, হে মুসা আ.! দেখুন, আমি এই জন্য আনন্দিত যে, আমি তো ভেবেছিলাম আমার নাফরমানির কারণে আল্লাহ হয়ত তার বান্দাদের তালিকা থেকে আমার নামই কেটে দিয়েছেন। তিনি যে আমাকে তার বান্দাদের তালিকায় আমার নাম রেখেছেন, এই আনন্দে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। মুসা আ. পরের বার যখন আল্লাহর সাথে দেখা করার জন্য তুর পাহাড়ে গেলেন, তখন আল্লাহ তাআলা বললেন, হে মুসা! আমার নাফরমান বান্দাকে জানিয়ে দিবেন তোমার জন্য আল্লাহ তাআলা জান্নাতের ফায়সালা করেছেন। আর ওই আবেদকে বলবেন তোমার জন্য আল্লাহ তাআলা জাহান্নামের ফায়সালা করেছেন।

প্রিয় পাঠক! আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা আল্লাহর কাছে কতই না প্রিয়, আল্লাহ আমাদেরকে তার শুকরিয়া আদায় করার তাওফিক দান করুন।

## শিক্ষণীয় ঘটনা

এক এলাকায় একজন বড় বুজুর্গ লোক ছিলেন। তিনি ছিলেন তার যুগের বড় মুহাদ্দিস, সর্বদা শিক্ষা প্রশিক্ষণ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। সে সময়ে বাদশাহ তার সাথে সাক্ষাৎ করতে বহুবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু বুজুর্গ ব্যক্তি তাকে কোনোভাবেই সাক্ষাৎ লাভের অনুমতি দেন না। একবার বাদশাহ অনুমতি ছাড়াই বুজুর্গের দরবারে উপস্থিত হলেন। বুজুর্গ পা লম্বা করে দরস দিচ্ছিলেন। বুজুর্গের সাথে দেখা করে বাদশাহ হাদিয়া পেশ করেন। বুয়ুর্গ গ্রহণ করেননি, ফিরিয়ে দিলেন।

বাদশাহ রাগ করে বললেন আপনার কী লাগবে? বলুন আমি তাই এনে দেব? বুজুর্গ বললেন, তোমার কাছে কী আছে তুমি আমাকে দেবে? বাদশাহ তাকে বললেন কী নেই আমার কাছে আপনাকে দিতে পারবনা? এবার বুজুর্গ বললেন মনে করুন আপনি একটি রোগে আক্রান্ত হলেন। রোগটি হলো আপনার প্রাণের রাস্তা দিয়ে প্রাণ পড়া শুরু হলো, এখন আর বন্ধ হয়না। আর আপনি লজ্জায় মানুষের সাথে দেখা করতে পারছেন না। অনেক ডাক্তার, কবিরাজ দেখালেন কিন্তু কিছুতেই কোনো লাভ হলো না। এমন সময় এক লোক বললো, আমি এই রোগের চিকিৎসা করতে পারি, কিন্তু শর্ত হলো, আমার নামে আপনার অর্ধেক রাজত্ব লিখে দিতে হবে। তখন আপনি কী করবেন? বাদশাহ বললেন, আমি এই রোগ থেকে মুক্তি লাভের জন্য অর্ধেক রাজত্ব লিখে দেবো। লোকটির চিকিৎসায় আপনি সুস্থ হলেন। এবার আপনার পেশাব বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু আর প্রসাবই হয় না। এবার আপনি এই কঠিন রোগে মৃত্যুশয্যায় শায়িত। কোনো ডাক্তার আপনার রোগ ভালো করতে পারল না। সকলেই ব্যর্থ হলো। এবার ওই লোকটি এসে বললো আমি আপনার এই রোগেরও চিকিৎসা করতে পারব, কিন্তু শর্ত হলো আমাকে বাকি অর্ধেক রাজত্ব লিখে দিতে হবে। এবার আপনি কী করবেন বলেন? আপনার জান বাঁচাবেন নাকি রাজত্ব নিয়ে বসে থাকবেন? বাদশাহ বললেন আমি অর্ধেক রাজত্ব তাকে লিখে দিয়ে আমার জীবন বাঁচাবো। বুজুর্গ বললেন আপনার রাজত্ব একবার প্রাণ আসা আর বন্ধ হওয়ার মধ্যে শেষ হয়ে গেল। তাহলে আপনি আমাকে কী দেবেন?

প্রিয় পাঠক! আমরা যেই অবস্থায় আছি, সেই অবস্থায় নিআমাতের শুকরিয়া আদায় করবো। তাহলে আল্লাহ তাআলা নেয়ামাত বাড়িয়ে দেবেন।

দলীল:

হজরত হিন্দ ইবনে আবি হালা রা. নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলেন-

يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئاً ولا يمدحه،

তিনি আল্লাহর নেয়ামতকে বড় মনে করতেন। তা যত সামান্যই হোক না কেন। তা নিন্দা করতেন না। মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করতেন না। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

আর তোমাদের রব জানিয়ে দিয়েছেন; যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় কর তাহলে আমি তোমাদের (নেয়ামতকে) বৃদ্ধি করে দেব। আর নাশুকরি করলে (নেয়ামতকে) ছিনিয়ে নিয়ে যাব) আর জেনে রাখ আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠিন।

**দ্বীনি বিষয়ে হস্তক্ষেপ হলে সহ্য না করা**

দা'য়ী সব বিষয়ে সহ্য করতে পারে কিন্তু দীনের বিষয়ে কেউ কোনো হস্তক্ষেপ করলে সহ্য করবে না। ইসলামবিরোধী কোনো কিছু মেনে নেবে না। এক্ষেত্রে তার প্রতিবাদ করবে। আমাদের প্রিয়নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যতম একটি গুণ ছিল, তার সামনে দীনের বিষয়ে বা হকের ওপর হস্তক্ষেপ করা হলে তার গোস্বার সামনে কেউ টিকে থাকতে পারতেন না যতক্ষণ না তিনি তার প্রতিকার করতেন। আমরা অনেক সময় হেকমাহ মনে করে এসব ক্ষেত্রে আপস করি। দীনের ক্ষেত্রে কোনো আপস নেই। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যেহেতু হকের ওপর হস্তক্ষেপকারীর প্রতি গোস্বা আসত তাই আমাদের এরূপ হওয়া দরকার। আল্লাহ তাআলা আমাদের তাওফিক দান করুন। আমিন!

দলীল:

হজরত হিন্দ ইবনে আবি হালা রা. নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলেন-

وما كان لها، فإذا تعرض للحق لم يعرفه أحد، ولم يقيم لغضبه شيء

তার সামনে দীনের বিষয়ে বা হকের ওপর হস্তক্ষেপ করা হলে তার গোস্বার সামনে কেউ টিকে থাকতে পারতো না। যতক্ষণ না তিনি তার প্রতিকার করতেন।